ভূমিকা ঃ

আমার গবেষণার বিষয় আশালতা সিংহের জীবন ও সাহিত্য। নামের আদিতে আশা আছে — এমন তিনজনকে বাংলা সাহিত্যে আমরা পাচ্ছি। একজন স্বনামধন্য আশাপূর্ণাদেবী জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তা, দ্বিতীয় জন আশাদেবী। ইনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী, কোলকাতার রামমোহন কলেজে অধ্যাপনা করতেন, ইনি এবং আরেকজন হলেন — আশালতা সিংহ। ইনি সন্ন্যাস নিয়ে পরে আশাপুরী নাম গ্রহণ করেন।

শুনতে খুব খারাপ লাগলেও একথা ভীষণ সত্যি যে, মেয়েদের লেখাকে আমরা অবজ্ঞার চোখে দেখতে অভ্যস্ত। প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যলয় স্তর পর্যন্ত পাঠ্য তালিকায় ক'জন মহিলা লেখিকাকে জানি-চিনি? বড় জোর তিন চারটি গল্প কিংবা দু-তিনটি উপন্যাস। অথচ এর জন্য আমাদের মধ্যে কোন অনুশোচনা নেই। কারণ মেয়েরা তো বুদ্ধি বৃত্তিতে অনেকটাই পিছিয়ে, তারা আবার লিখতে পারে নাকি?

স্বস্তির কথা, দিন বদলাচ্ছে, দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাচ্ছে। সারা পৃথিবী সহ মানবী বিদ্যা চর্চার ঢেউ পশ্চিমবঙ্গেও এসে লেগেছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র মেয়েদের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস তথা লেখালেখি তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছে। তাই আজ প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসে আমিও ভাবছি আশালতা সিংহকে নিয়ে লেখার কথা।

আশালতা সিংহের জন্ম ১৯১১ সালের ১৫ই জুলাই, তাঁর পিতৃগৃহ ভাগলপুরের খঞ্জরপুরে। তাঁর পিতামহ ভাগলপুরের খ্যাতনামা চন্দ্রশেখর সরকার। এই আশালতা অত্যন্ত প্রগতিশীল মানসিকতার ছিলেন। অন্তত তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসের নায়িকাদের সম্বন্ধে জেনে সেকথাই আমার মনে হয়েছে। তাঁর শ্বশুরবাড়িতে সন্ন্যাস নেবার রেওয়াজ ছিল ঠিকই কিন্তু যিনি নিজে নিজের মতো বাঁচার স্বপ্ন দেখতেন তিনি শ্বশুরবাড়ির এই রীতিটিকে আত্তীকরণ করবেন — এটা মানতে একটু অসুবিধা হয়।

ভাগলপুরে মোক্ষদা গার্লস স্কুলে পড়াশুনার সময়ে গভীর মনোযোগের সাথে ইংরেজী সাহিত্য পড়েছিলেন আশালতা। মাত্র সাড়ে তেরো বছর বয়সে আশালতার বিয়ে হয় বীরভূম জেলার বাতিকার গ্রামের সুপ্রাচীন জমিদার বংশের শ্রী অবিনাশ চন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহের সঙ্গে। রক্ষণশীল শ্বশুরবাড়িতে অশালতাকে লুকিয়ে দরজা, জানালা বন্ধ করে পড়াশুনা করতে হত।

এক সময়ে প্রচুর লেখালেখি করলেও দাম্পত্য জীবনে চরম অসুখী আশালতা সিংহ স্বামী-শ্বশুরবাড়ির নিরুৎসাহে লেখার জগৎ থেকে সরিয়ে নেন নিজেকে। মাত্র ষোল বছর বয়সে 'অমিতার প্রেম' উপন্যাস লিখে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কবি তাঁকে নিজের শান্তিনিকেতনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন অথচ সংসার ফেলে যাওয়া হয়ে ওঠেনি আশালতার। দু'বার আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলেন এবং শেষ জীবনে সংসার থেকে প্রবল বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস জীবনে তাঁর নাম হয় আশাপুরী।

আশালতা সিংহ উপন্যাস লিখেছেন সতেরোটি (মতান্তরে উনিশটি), চারটি গল্পগ্রন্থ ও সাময়িক পত্রে ছড়িয়ে থাকা অগ্রন্থিত গল্প নিয়ে মোট একশো পাঁচটি গল্প, দুটি নাটক নিয়ে একটি নাটকের বই, দ্বিরালাপে গাঁথা একটি প্রবেন্ধের বই, বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ যা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল — মাত্র চল্লিশ বছর বয়েসেই এত লেখালেখি করে তিনি সাহিত্য জগৎ থেকে সরে যান। এরপর সন্ন্যাসিনী আশাপুরী 'ভজন-পুজন-সাধন-আরাধনা'র গ্রন্থ লেখেন।

আশালতা সিংহের লেখা উপন্যাস-গল্প বিশ্লেষণ ক'রে যে বিষয়টি সচেতন পাঠকের প্রথমেই নজরে পড়ে তা হল আধুনিক মত-বুদ্ধির প্রকাশ বিশেষত মেয়েদের চাওয়া-পাওয়াকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ও নতুন মূল্য দিয়ে গ্রহণ করতে চাওয়া। বিশ শতকের প্রথমার্ধে, যিনি ঘোষণা করেন — মেয়েরা একাধিক পুরুষকে একই সঙ্গে গভীরভাবে ভালোবাসতে না পারলেও পর পর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তা পারে — এতো আজকের বাঙালি মেয়েরাও খুব স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে পারে না।

এক আশ্চর্য মনন, মেধা ও আত্ম স্বাতন্ত্র্যবোধের অধিকারী তাঁর উপন্যাসের নায়িকারা শিক্ষার বিভায় ঝকঝক করছে প্রত্যেকেই। আত্মমর্যাদার সঙ্গে প্রেমের সংঘাত উপস্থিত হলে প্রবল বিতৃষ্ণায় তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় প্রেমের দিক থেকে; এমনই নতুন ধরনের মেয়েকে খুঁজে পাই তাঁর গল্প উপন্যাসে। পুরুষের প্রেমে নিজেকে বিলীন করে দেওয়াই নারী জীবনের চরিতার্থতা — এ কল্পনা বাসা বাঁধেনি তাঁর নায়িকাদের মনে। পুরুষের জীবনে যখন জোয়ার ভাটার ঢেউ আসবে, তখন নারীই ধরে রাখবে অচঞ্চল নীড়ের আশ্রয় — নারীর কাছে সমাজ ও সাহিত্যের এই ঐতিহ্যগত চাওয়াকে ব্যঙ্গ করেন আশালতা তাঁর উপন্যাসে।

গ্রামের অশিক্ষিত পরাশ্রিত শিশু কন্যাদের কথা অসহায় ক্ষোভেই স্থান পায় আশালতার সমাজ ভাবনায় — সেই অসহায় মেয়েরা যাদের জীবন থেকে শৈশব মুখে গেছে, ছোট ছোট ভাই বোনদের কোলে নিয়ে আগামী দিনের ভারবাহী জীবনের তালিম নিতে বাধ্য হচ্ছে যে সব মেয়েরা তাদের আনন্দহীন শৈশবের কথাও রয়েছে আশালতার গ্রাম জীবনের ছাপ রয়েছে এমন উপন্যাসে। তবে আশালতার নায়িকারা কেউই গ্রাম্য অন্ধ কুসংকারাচ্ছন্ন নয়। আশালতার মন আগাগোড়াই নাগরিক মন; এখানে তিনি কোনো ভন্ডামি সইতে পারেন নি।

'স্বয়ম্বরা' উপন্যাসের নায়িকা মাতৃহীন, পিতৃস্নেহ বঞ্চিত, বিমাতার অত্যাচারে পীড়িত, গ্রামের মেয়ে হলেও প্রথম জীবনে মালতীর রুচিশীলতার দীক্ষা হয়েছিল তাঁর অধ্যাপক মামার কাছে। অসহায় গ্রামের মেয়ের ধাঁচে গড়া হয়নি তাঁকে। তাই মালতীর বাবা কন্যাদায়ে বিব্রত বোধ করলেও মালতীর জীবনে সমাধান এসেছে আশালতার চেনা পথেই। অর্থলোলুপ পিতার অসম বিবাহ দানের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে 'স্বয়ম্বরা' মালতী স্বনির্বাচিত পাত্র বিনয়কে বিয়ে করার জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে পৌঁছেছিল।

আশালতার গড়া নায়িকারা প্রেমে সমাজ শাসন মানে না, প্রণয়ীকে নিজে বাছাই করে নেয়, প্রেমের সম্পর্কে নারীর ভূমিকা যে অপেক্ষা করার সেই ভূমিকাকে আমূল উল্টে দেয়। আশালতার কোনো উপন্যাসে 'কন্যাদায়' নামে শব্দটির কোনো গুরুত্ব নেই, পাণিপ্রার্থী পুরুষ সত্যিই প্রার্থী হয়ে আসে নারীর দ্বারে, প্রার্থনার যোগ্যতা অনুসারে পুরস্কৃত হয়। আশালতার জগৎ তাই একেবারেই নারী প্রাধান্যের জগৎ। তিনি চান মেয়েদের শিক্ষা অর্থকরী হোক, পুরুষকে প্রেরণা দানই মেয়েদের কাজ নয় বরং পুরুষের মোহনরূপে নারীরও প্রেরণা লাভ সম্ভব। এছাড়া মেয়ে পুরুষের বন্ধুত্বে জৈবতাকে সংযত রূপে দেখাতে চান তাঁর লেখায়। আশালতার গড়া মেয়েদের কাছে এই সমাজ সত্যেরও কোনো মূল্য নেই, যেখানে বিয়ে ছাড়া মেয়েদের জীবনে অন্য মানে নেই। তাঁর 'পরিবর্তন' উপন্যাসে স্কুলে চাকুরি করা অবিবাহিত মাধবীর মা যেমন বলেন, যখন তিনি ভালো পাত্র পাবেন, তখন তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন। কখন বিয়ে হবে সেই অপেক্ষায় থাকাই মাধবীর জীবনের উদ্দেশ্য নয়। কারণ মাধবীর জীবনের একটা মানে আছে। মেয়েদের জীবনের একটা মানে আছে — একথা প্রায় প্রতিটি উপন্যাসে বিশ্বাসের সঙ্গে, দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চেয়েছেন আশালতা আর তা করতে গিয়ে পেরিয়ে এসেছেন সামাজিক ভূমিকা পালনের দায়।

সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে আশালতা জানিয়েছেন — মাত্র দশ বছরের সাহিত্য জীবনে তিনি প্রায় কুড়ি বাইশখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আশালতা সন্ন্যাস নেবার পর অধ্যাত্মবিষয়ক বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন, সেসবের আলোচনায় আমরা যাব না।

আমাদের গবেষণা প্রকল্পের নাম— আশালতা সিংহের জীবন ও সাহিত্য। আলোচনার সুবিধার জন্য গবেষণা প্রকল্পটিকে আমরা কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। ভাগগুলো এই রকম —

প্রথম অধ্যায় ঃ আশালতা সিংহ ও তাঁর সমকাল।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ আশালতা সিংহের উপন্যাস।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ আশালতা সিংহের গল্প।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ আশালতা সিংহের প্রবন্ধ নিবন্ধ।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ আশালতা সিংহের অন্যান্য গদ্য রচনা।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ মূল্যায়ন

প্রথম অধ্যায় — আশালতা সিংহ ও তাঁর সমকাল ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করেছি — আশালতা জন্মগ্রহণ করেন বিহারের ভাগলপুরে। আশালতা যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সে সময় ভাগলপুর বঙ্গসংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতি ভট্ট, নিরূপমা দেবী প্রভৃতি সাহিত্যিকদের বহু সাহিত্যকর্ম এই ভাগলপুরেই সৃষ্টি হয়েছিল।

আর সময়কালের দিক দিয়ে আশালতা সিংহের চেয়ে মাত্র দু'বছরের বড় ছিলেন আশাপূর্ণা দেবী। জ্যোতির্ময়ী দেবী আশালতার চেয়ে বয়সে অনেকটা বড় হলেও আশালতার সমসময়ে তিনিও সাহিত্যচর্চা করেছিলেন।

এই সমস্ত লেখিকাদের সঙ্গে একটা তুলনামূলক আলোচনা করে লেখিকা আশালতা সিংহের অবস্থানটি স্পষ্ট করে তোলাই এই অধ্যায়ের মুখ্য বিষয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় — আশালতা সিংহের উপন্যাস ঃ

আশালতা সিংহের উপন্যাসগুলি হল — 'অমিতার প্রেম', 'দুই নারী', 'মানসী', 'অষ্টমী', 'বিয়ের পরে', 'পরিবর্তন', 'মুক্তি', 'নূতন অধ্যায়', 'ভুলের ফসল', 'জীবনধারা', 'স্বয়ম্বরা', 'সমর্পণ', 'কলেজের মেয়ে', 'একাকী', 'আবির্ভাব', 'সহরের মোহ', 'ক্রন্দসী', 'বাস্তব ও কল্পনা', 'কাঞ্চন দিঘির মেয়ে'।

এই উপন্যাসগুলি আলোচনায় আমরা এগুলিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করতে চাই। যথা —

১) নাগরিক জীবনের ছাপ রয়েছে এমন উপন্যাস সমূহ।

২) পল্লী জীবনের ছাপ রয়েছে এমন কিছু উপন্যাস।

তৃতীয় অধ্যায় — আশালতা সিংহের গল্পসমূহ ঃ

এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত আশালতা সিংহের গল্প সংখ্যা একশো পাঁচ। গ্রন্থিত গল্প সমূহ হল 'অভিমান', 'অন্তর্যামী', 'লগন বয়ে যায়', 'মধুচন্দ্রিকা' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ। 'অভিমান' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত গল্পগুলি হল 'অভিমান', 'নিরুপম', 'স্বাধীনতা ও সম্মান', 'অন্তর্দ্ধান', 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল', 'স্পেশালাইজেশান', 'পরাজয়' ।

'অন্তর্যামী' গল্পগ্রন্থের অর্ন্তগত গল্পগুলি হল — 'অন্তর্যামী' , 'প্রেমে পড়া', 'অপমান','পরিবর্তন', 'রমা'

'লগন বয়ে যায়' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি হল — 'লগন বয়ে যায়', 'জানালা','বেদনার বিভিন্নতা', 'বাণীর নেশা', 'পূর্ব্বাপর', 'সংকল্প', 'কাসুন্দি', 'এপিঠ ওপিঠ', 'নবযুগ', 'ত্যাগ', 'কাব্যমন্ডল', 'স্বপ্ন দেখা', 'প্রশ্নপত্র', 'স্বপ্নের অর্থ', 'বদলে', 'বিয়ের পরে', 'পূর্বরাগ', নীর ও ক্ষীর', 'রূপান্তর'।

'মধুচন্দ্রিকা' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত গল্পগুলি হল — 'মধুচন্দ্রিকা', 'বিরহ ও মিলন', 'বুদ্‌বুদ্', 'চিরন্তন ভ্রান্তি', 'কনে দেখা', 'বাঁশীর সুর', 'পাশের ঘর', 'ননীদি', 'বিনা পণের মর্যাদা', 'তৃষ্ণা', 'চির নবীন', 'সাধনার ফল', 'মৃত্যুর আলো' 'স্বরূপ', 'নতুন-প্রথা', 'বান্ধবী', 'মা', নারীর মূল্য, 'প্রতিক্রিয়া'।

অগ্রন্থিত গল্পের নাম — 'মনস্তত্ত্ব', 'প্রেম ও রেডিও', 'বন্যা', 'সফলতা', 'বিনিময়', 'সুরের মায়া', 'বিসর্জন', 'নবজীবন', 'ক্ষণকাল', 'কালো মেয়ে', 'ব্যবধান', 'মেয়েমানুষ', 'পটপরিবর্তন', 'রান্নাঘর', 'মোটর কেনা', 'গরীবের অভিমান', 'যাত্রা', 'উৎসর্গ', 'যুগ-লক্ষ্মী', 'দাবী', 'মামার কান্ড', 'রজনীগন্ধা', 'মাটির দান', 'বড় বৌ', 'বিস্মৃতি', 'উমার তপস্যা', 'রহস্যভেদ', 'সমর্পণ', 'আবির্ভাব', 'আশঙ্কা', 'দেশের কাজ', 'নতুন রেশ', 'তরুণ প্রতিবেশী', 'সুখবাদ', 'পত্র-পরিচিতা', 'ভালো-লাগা', 'সুরমার সংযম', 'নারী-চরিত্র', 'মঞ্জুরীর বেহায়াপনা', 'ছেঁড়া মোজা', 'সেলায়ের কল', 'প্রভাতের অশ্রুজল', 'একটি প্রশ্ন', 'প্রিয়ার ঘর', 'ব্যক্তিত্ব ও প্রেম', 'অপক্ষপাতী কৌতূহল', 'প্রেমের রূপ', 'গবেষণা',

'বিরহ', 'পছন্দের জের', 'ওদের বিবেক বুদ্ধি', 'ছ'বছর পরে', 'সময় হয়েছে, 'গড়মিল'।

এছাড়া 'রহস্যভেদ' নামে গোয়েন্দা গল্পও তিনি রচনা করেছিলেন।

অরক্ষণীয়া কন্যাদের জীবন যন্ত্রণা নিয়ে একদিকে তাঁর কিছু গল্প যেমন রয়েছে, তেমনি পুরুষ সমাজে নারীর পরিচয় যে শুধু মানুষ নয় নির্বিশেষে মেয়েমানুষ অথচ অনেক মেয়েই যে মানুষ হয়ে ওঠার সুপ্ত বাসনায় ডুকরে কাঁদে তা আশালতা সিংহের গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে সচেতন পাঠকের বুঝতে তা অসুবিধা হয় না।

চতুর্থ অধ্যায় — আশালতা সিংহের প্রবন্ধ-নিবন্ধ ঃ

লেখিকা আশালতা সিংহ বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই প্রবন্ধগুলি হল ঃ—

'নারী' (তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত)

'শরৎচন্দ্র ও গলসওয়ার্দি'

'শ্রী বুদ্ধদেব বসু ও বাস্তবতা'

'সাহিত্যে অবহেলা'

'সমী ও দীপ্তি' (প্রবন্ধ গ্রন্থ)

'সমী ও দীপ্তি' প্রবন্ধ গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধগ্রন্থের সাদৃশ্যে লেখিকা রচনা করেছেন। এই প্রবন্ধগ্রন্থে মোট সাতখানা প্রবন্ধ রয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধগুলি (উপরিউক্ত) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রবন্ধগুলি আলোচনা করে আশালতা সিংহের সাহিত্য সম্বন্ধে একটা নতুন মাত্রা সংযোজন করাই এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য।

পঞ্চম অধ্যায় — আশালতা সিংহের অন্যান্য গদ্য রচনা ঃ

গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ছাড়া আশালতা সিংহ একটি নাটকের বই লেখেন যার নাম 'সুরের উৎস'।

আশালতা সিংহকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ বুদ্ধদেব বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার রায়, প্রতিভা বসু অনেকেই পত্র দিয়েছেন। আশালতাও এঁদের পত্র দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশালতার পত্র বিনিময়ের নিদর্শন পাই পৌষ ১৩৯৪-তে 'রবীন্দ্রবীক্ষা'-তে প্রকাশিত পত্রাবলী থেকে।

নাট্যগ্রন্থের আলোচনা এবং এই সমস্ত পত্রাবলীর বিশ্লেষণী পাঠে উঠে আসবে আশালতার সাহিত্য চর্চার নতুন নতুন দিক, তার শিল্পরূপ।

ষষ্ঠ অধ্যায় — মূল্যায়ন ঃ দেশের দুর্দিনে, বিশ্বের বিপদে, মানবতার আহ্বানে আশালতা সিংহের সৃষ্ট সাহিত্য মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, সমাজবদ্ধ মানুষের পার্থিব প্রয়োজন বদ্ধ ঘরে কাটে না, আকাশের মুক্তিও চায় সে।

নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তিপূর্ণ লেখা, সমাজ সচেতনতা, ঐতিহাসিক বোধ, চরিত্র গঠনের শৈলী, বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে আশালতা যে একসময় নারী চেতনাবাদী সাহিত্যের সূত্রপাত করেছিলেন — এটা বললে বোধ হয় খুব ভুল বলা হবে না।